গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
প্রশাসন শাখা
মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম
www.mfacademy.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০৭.০০০০.০০০.০০১.৪৬.০০০১.১৭.১৬৯

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৮ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **'সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS)'-এর সেকশন-৩ প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: প্রশাসন-১ শাখার স্মারক নং -৩৩.০০.০০০০.০০০.১৪৬.১৬.০০০৭.২৫.১০৮, তারিখ ০৬ জুলাই ২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয় সূত্রের প্রেক্ষিতে 'সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS)'-এর প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৬-২০২৭ অনুসরণপূর্বক অত্র একাডেমির কৌশলগত প্রতিবেদন সেকশন-৩ প্রস্তুতকরতঃ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী:
১। সেকশন-৩।

০৮-০৭-২০২৬
ক্যাপ্টেন ফাইজ উদ্দিন আহমেদ, (এন),
বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন
অধ্যক্ষ

সচিব
সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০৭.০০০০.০০০.০০১.৪৬.০০০১.১৭.১৬৯/১ (১)

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৮ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি:
উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
সেকশন-৩

১. ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন ফিশারিজ একাডেমি দেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাত ও বৈশ্বিক মার্চেন্ট শিপিং শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মেরিটাইম মানবসম্পদ (ক্যাডেট) তৈরির একমাত্র সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়ন এবং রেমিট্যান্স অর্জনে কৌশলগত ভূমিকা পালন করে।

২. ভিশন ও মিশন

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম মানদন্ড অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও দূরদর্শী সামুদ্রিক মৎস্য ও মেরিটাইম কর্মকর্তা তৈরি করা। ৩ বছর মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর প্রি-সী প্রশিক্ষণ ও বেসিক সেফটি কোর্স প্রদান, বিএমইউ-এর অধীনে স্নাতক ডিগ্রি নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

ক্রঃ	পরিকল্পনা	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৬-২৭)	২য় বছর (২০২৭-২৮)	৩য় বছর (২০২৮-২৯)
১	মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ জন প্রার্থীকে ২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬৫ জন প্রার্থীকে ২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬৫ জন প্রার্থীকে ২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
২	স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	২৫ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান।	২৫ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান।	২৫ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান।
৩	মেরিটাইম সেক্টরের নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি	৬০ জন প্রার্থীর STCW Convention & IMO Model Course অনুযায়ী ০৬ টি বেসিক সেইফটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬০ জন প্রার্থীর STCW Convention & IMO Model Course অনুযায়ী ০৬ টি বেসিক সেইফটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।	৬০ জন প্রার্থীর STCW Convention & IMO Model Course অনুযায়ী ০৬ টি বেসিক সেইফটি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য

(ক) IMO, STCW এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক নৌ-মানদণ্ড পুরোপুরি অর্জন করা।
(খ) ৩ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্যাডেটদের বৈশ্বিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
(গ) ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় সেবার মাধ্যমে সনদ যাচাই, ফলাফল প্রকাশ এবং নাগরিক সেবা দ্রুততর করা।
(ঘ) আন্তর্জাতিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল রেখে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মানোন্নয়ন করা।

৪. প্রধান কার্যক্রম ও অর্জন

ক্যাডেট ও সেফটি প্রশিক্ষণ [সেকশন-১]: ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম বছর ১০০ জন এবং পরবর্তী দুই বছর ৬৫ জন করে প্রার্থীকে প্রি-সী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান। পাশাপাশি প্রতি বছর ৬০ জন প্রার্থীকে আন্তর্জাতিক STCW কনভেনশন অনুযায়ী বেসিক সেফটি কোর্স ও সনদ প্রদান।

স্নাতক ডিগ্রী প্রদান: বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধীনে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ২৫ জন ক্যাডেটকে স্নাতক (অনার্স) ডিগ্রি প্রদান ও সময়াবদ্ধভাবে ফলাফল প্রকাশ।

ডিজিটাল নাগরিক সেবা [সেকশন-২]: অনলাইনে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রি-সী ট্রেনিং সনদ ও প্রশংসাপত্র প্রদান, দ্রুততম সময়ে ক্যাডেটদের মূল সনদ যাচাইকরণ এবং অভিযোগ প্রতিকার নিশ্চিতকরণ।

নীতি সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: যুগোপযোগী নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন, ক্যাডেট প্রশিক্ষণ নির্দেশনা আধুনিকায়ন এবং কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. SWOT বিশ্লেষণ

শক্তি: IMO ও STCW অনুমোদিত আন্তর্জাতিক কারিকুলামে পাঠদান, অত্যাধুনিক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর এবং দেশের একমাত্র মেরিন ফিশারিজ মিউজিয়াম এর উপস্থিতি। এছাড়া, আধুনিক নেভিগেশন ও ইঞ্জিন রুম সিমুলেটরের স্থাপনের উদ্যোগ।
দুর্বলতা: ক্যাডেটদের গভীর সমুদ্রে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য নিজস্ব 'ট্রেনিং ভেসেল' বা শিক্ষানবিস জাহাজের অপ্রতুলতা।
সুযোগ: বৈশ্বিক মার্চেন্ট শিপিং সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বঙ্গোপসাগরের সুনীল অর্থনীতির বিশাল সম্ভাবনা।
হুমকি: প্রতিযোগী দেশগুলোর দক্ষ ক্যাডেটদের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা।

৬. কর্মসম্পাদন সূচক, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

সূচক: বার্ষিক প্রি-সী ক্যাডেট পাসের হার, স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারী ও সেফটি কোর্স সম্পন্নকারীর সংখ্যা এবং ডিজিটাল সেবা প্রদানের সময়সীমা।
চ্যালেঞ্জ: আন্তর্জাতিক শিপিং লাইনে ক্যাডেটদের অন-বোর্ড সি-টাইম নিশ্চিত করা এবং বিদেশগামী বাণিজ্যিক জাহাজে যোগদানের ক্ষেত্রে ক্যাডেটদের ভিসা জটিলতা দূর করা।
সুপারিশ: দেশী এবং বিদেশী সরকারি-বেসরকারি শিপিং কোম্পানি এবং বাণিজ্যিক মৎস্য শিল্পের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যাডেটদের অন-বোর্ড প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

৭. উপসংহার

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, আধুনিক সিমুলেটর-নির্ভর প্রশিক্ষণ এবং নীতি সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষ নৌ-মানবসম্পদ তৈরিতে বদ্ধপরিকর, যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গঠন ও ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

ক্যাপ্টেন ফাইজ উদ্দিন আহমেদ
(এন), বিএসএম, পিএসসি, বিএন
অধ্যক্ষ
মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম